উপাচার্যসহ প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিলেন জবি শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : রোববার, ১১ আগস্ট ২০২৪

উপাচার্য, প্রক্টরিয়াল বডি, রেজিস্ট্রার, হল প্রভোস্ট এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কসহ শিক্ষার্থীরা এই আল্টিমেটাম দেন। এদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জবি কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়করা।

প্রশাসনের শীর্ষ পদধারীদের পদত্যাগের পাশাপাশি আন্দোলনে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে সমন্বয়করা মোট ১৩টি দাবি তুলে ধরেন।

১. বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, প্রক্টরসহ সম্পূর্ণ প্রক্টরিয়াল বডি, প্রভোস্ট, ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক ও রেজিস্ট্রারকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে।

২. ক্যাম্পাসের ভেতরে লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

৩. নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার সার্বিক খরচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহন করতে হবে।

৪. আগে ছাত্রলীগের পদধারী ছিল এবং এর ওপর ভিত্তি করে ক্যাম্পাসে চাকরি পেয়েছেন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকসহ যারা এখনও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাথে সম্পৃক্ত, নিহত ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঠাট্টা-টিটকারি করেছেন, তাদের আগামী দুই দিনের মধ্যে চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে হবে।

৫. আগামী সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে জকসুর নীতিমালা প্রণয়ন করে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. দখল হলগুলো অবিলম্বে দখলমুক্ত করতে হবে এবং মেধার ভিত্তিতে সিট বরাদ্দ দিতে হবে।

৭. নতুন ক্যাম্পাসের নির্মাণকাজ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে ।

৯. ক্যাফেটেরিয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখে খাবারের মান উন্নত করতে হবে এবং অতিশীঘ্রই নতুন ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১০. নারী শিক্ষার্থীদের কমন রুমের মান উন্নত করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শক্ত আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে।

১১. ক্যাম্পাসের আশেপাশে চাঁদাবাজি, রাজনীতির নামে টেন্ডারবাজি বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. পোষ্য কোটা বাতিল এবং রাজনৈতিক নিয়োগ-বাণিজ্য আজীবনের জন্য বন্ধ করতে হবে।

১৩. গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষা নিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে হবে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রশাসনে যত আওয়ামী দোসর রয়েছেন, তাদের পদত্যাগ করতেই হবে। যদি তারা পদত্যাগ করতে না চান, তাহলে কীভাবে পদত্যাগ করাতে হবে তা ছাত্রসমাজ জানে।

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, ‘আগামীকাল দুপুর ৩টা পর্যন্ত আমরা আল্টিমেটাম দিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে, আন্দোলন আরও বেগবান হবে।’